দৈনিক বাংলা

তারিখ ২৭/১১/৮১
পৃষ্ঠা

মেডিক্যাল কলেজে ভর্তি : একটি শর্তের ব্যাখ্যা প্রয়োজন

সে পরীক্ষায় আমিও ফেল করব, নির্ঘাত ফেল। এ ফেল ঠেকাবার কারো সাধ্য নেই। একথা হলপ করে বলতে পারি মেডিক্যাল কলেজের ভর্তি নিয়ে। আমি বলব শুধু একটিমাত্র পরীক্ষা নেয়া হোক। পরীক্ষা হবে মেডিক্যাল কলেজের ভর্তির নিয়ম-কানুন নিয়ে। শর্ত থাকবে, যে ছাত্র বা ছাত্রী গত দশ বছরের মেডিক্যাল কলেজের ভর্তির নিয়ম-কানুন সঠিকভাবে উত্তরপত্রে লিখতে পারবে তাকেই মেডিক্যাল কলেজে ভর্তি করা হবে। দশ বছর কেন, আমার মনে হয় গত তিন বছরের নিয়ম-কানুন সঠিকভাবে লিখতে পারলেও যে কোন ছাত্র-ছাত্রীকে মেডিক্যাল কলেজে ভর্তি করা উচিত। সেক্ষেত্রে আমার কথা হচ্ছে, আমি নির্ঘাত এ পরীক্ষায় ফেল করব, অথচ এ নিয়ে আমিই হয়ত সবচেয়ে বেশি লিখেছি।

আমার দুঃখ এখানে। আর ছাত্র ছাত্রী এবং অভিভাবকদের বিপর্যয়ও এখান থেকে শুরু। কেউই জানে না কোন বছর কোন নিয়মে মেডিক্যাল কলেজে ভর্তি করা হবে। কেন এই অস্থিরতা তাও বুঝা মুশকিল। তবে কর্তৃপক্ষ মহাজন ব্যক্তি। তারা তাদের ভর্তির নিয়মাবলী পুস্তিকার সতের পৃষ্ঠায় স্পষ্টই লিখেছেন—মেডিক্যাল কলেজের ছাত্রছাত্রীর ভর্তির নিয়ম-কানুন প্রতি বছর কিছু রদবদল হতে পারে। অথচ কেন হতে পারে এ প্রশ্নের সদুত্তর কোনদিনই পাওয়া যায়নি।

ঢাকা মেডিক্যাল কলেজের পাশে প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় নামে একটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান আছে, সে বিশ্ব-বিদ্যালয়েও ভর্তি করা হয় প্রতি বছর। এমন ভর্তির নিয়ম-কানুন রদবদলের পালা সেখানে কিন্তু নেই। প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রতি বছর একই নিয়ম বহাল থাকলে মেডিক্যাল কলেজে কেন থাকবে না সে প্রশ্ন স্বাভাবিকভাবেই উঠবে। এবং সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের এ প্রশ্নের জবাব দেয়া উচিত উচিত বলে আমরা মনে করি।

তবে সব নিয়ম কিন্তু পাল্টায় না। একটা নিয়ম পাল্টাবার কথা আমিও লিখেছিলাম। সে নিয়মটি হচ্ছে ডাক্তারদের ছেলেমেয়ে সম্পর্কে। নিয়ম করা হয়েছে মেডিক্যাল কলেজের ৩% আসন ডাক্তারদের ছেলে মেয়েদের জন্য সংরক্ষিত থাকবে। আমার প্রশ্ন ছিল এ সংরক্ষণের ভিত্তি কি। এভাবে সংরক্ষণ করতে গেলে সচিবালয়ের সচিবদের ছেলে মেয়েদের জন্যও আসন সংরক্ষণ করতে হয়। করতে হয় পুলিশ অফিসারদের। কর্তৃপক্ষ এতে রাজী হবেন কি? মেধার ভিত্তিতে যদি ভর্তি করা হয় তাহলে বিশেষ কারো ছেলেমেয়ে বিশেষ সুবিধা কেন পাবে। এ প্রশ্নের জবাব কেউ দেন নি, কর্তৃপক্ষ দেননি, আর এ নিয়মটিও পাল্টান নি। আমি যদি বলি মেডিক্যাল কলেজের ভর্তির এলাকায় ডাক্তারদের প্রতাপ বেশী বলেই এধরনের নিয়ম প্রচলিত হয়েছে। এখানে নীতিবোধ একান্তই গৌণ। নিজের স্বার্থ রক্ষাই এখানে সবচেয়ে বড় হয়ে দেখা দিয়েছে।

এবার মেডিক্যাল কলেজে ভর্তি নিয়ে কি লিখব নিজেই বুঝতে পারছি না। আমি যতদূর জানি, এ নিয়মকানুন যারা প্রণয়ন করেন তারা সকলেই বিজ্ঞ ব্যক্তি, এবং উচ্চ শিক্ষিত। তাদের জ্ঞান সম্পর্কে কটাক্ষ করতে চাই না। কিন্তু অবস্থাদৃষ্টে মনে হয় তারা কোন কিছুই খেয়াল করেন না। এবং তাদের এই অবহেলার শিকার হয় অজস্র ছাত্রছাত্রী। আমি দৃষ্টান্ত দিয়ে কয়েকটি কথা বলতে চাই।

এবারের ভর্তির নিয়ম-কানুনে বলা হয়েছে.... (১) প্রার্থিগণকে বাংলাদেশের যে কোন মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক বোর্ড থেকে এসএসসি এবং এইচএসসিতে অন্ততঃ দ্বিতীয় বিভাগে পাস করতে হবে।

(২) যে সকল প্রার্থী ১৯৭৯ সালে এসএসসি এবং ১৯৮১ সালে এইচএসসি পাস করেছে শুধুমাত্র তাদেরই নিয়মিত প্রার্থী বলে গণ্য করা হবে। এর আগে যারা পাস করেছে তাদের অনিয়মিত বলে গণ্য করা হবে; প্রতি অনিয়মিত বছরের জন্য ২৫ নম্বর করে বাদ যাবে। গ্রেস নম্বরও বাদ যাবে। ঐচ্ছিক বিষয়ে প্রাপ্ত নম্বর থেকে ৮০ নম্বর বাদ দেয়া হবে। ইমপ্রুভমেন্ট পরীক্ষাও অনিয়মিত বলে গণ্য হবে।

এই সকল বাদ দেয়ার পর যারা এসএসসি এবং এইচএসসি পরীক্ষায় মোট ১২০০ নম্বর পাবে শুধু তাদের দরখাস্তই গ্রহণ করা হবে।

এই নিয়ম কানুন ভর্তির নিয়মাবলীর পুস্তিকায় লেখা আছে। আমি এ নিয়মের মাথামুণ্ডু কিছুই বুঝতে অক্ষম। কারণ এসএসসি এবং এইচএসসিতে ১০০০ নম্বরের মধ্যে ৪৫০ নম্বর পেলে দ্বিতীয় বিভাগে উত্তীর্ণ হওয়া যায়। অর্থাৎ দুটি পরীক্ষায় ৯০০ নম্বর পেলেই ২য় বিভাগে উত্তীর্ণ হওয়া যায়। মেডিক্যাল কলেজের ভর্তির নিয়মে বলা হয়েছে, দুটি পরীক্ষায় দ্বিতীয় বিভাগে উত্তীর্ণ হলে এবং মোট ১২০০ নম্বর পেলেই ভর্তির দর-খাস্ত করা যাবে। তাহলে বাড়তি ৩শ নম্বর কোত্থেকে আসবে? বাড়তি ৩০০ নম্বর পেতে হলে গড়ে একজন ছাত্রছাত্রীকে প্রতি বিষয়ে শতকরা ষাট নম্বর পেতে হয়। আর ষাট হলে তো সকলে প্রথম বিভাগেই উত্তীর্ণ হয়। অর্থাৎ কর্তৃপক্ষের শর্ত মানতে হলে প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হলেই ভর্তির দরখাস্ত করা সম্ভব। নইলে ১২০০ নম্বর পাওয়া যাবে কি করে দ্বিতীয় বিভাগে উত্তীর্ণ হয়ে?

কর্তৃপক্ষ হয়ত ঐচ্ছিক বিষয়ের কথা তুলতে পারেন। বলতে পারেন আবশ্যিক বিষয়ের নম্বরের সাথে ঐচ্ছিক বিষয়ের নম্বর যোগ করে ১২০০ নম্বর পাওয়া সম্ভব। তাহলে সে কথাটি লিখে দেয়া উচিত ছিল না কি? তাছাড়া, শর্ত অনুযায়ী ঐচ্ছিক বিষয়ে পাওয়া নম্বর থেকে ৮০ নম্বর বাদ দিয়ে কি মোট ১২শ নম্বর পাওয়া কষ্টসাধ্য নয়? সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ এ হিসাবটি দিলে বাধিত হব।

আমি শুধু ঐ একটি প্রশ্নের জবাবই কর্তৃপক্ষের কাছে চাইব। এবং তারা ব্যাখ্যা দিলে খুশী হব। কোন যুক্তিতে বা ভিত্তিতে একজন ছাত্রছাত্রী এসএসসি এবং এইচএস-সিতে মোট ১২০০ নম্বর পেতে পারে? আর যদি ঐচ্ছিক বিষয়ের কথা তোলা হয় তাহলে আমি বলব সে শর্ত স্পষ্টভাবে লিখে দেয়া উচিত ছিল।

এছাড়াও আমার অনেক কথা ছিল। বিভিন্ন শর্ত নিয়ে। প্রশ্ন ছিল তথাকথিত অনিয়মিত ছাত্র নিয়ে ইমপ্রুভমেন্ট পরীক্ষা নিয়ে এবং ছাত্রীদের আসন নিয়ে। এ ধরনের কোন প্রশ্নই আমি আজ তুলবো না। আমি শুধু কর্তৃপক্ষের কাছে এক-টিই জবাব চাই। প্রশ্নটি হচ্ছে—এসএসসি এবং এইচএসসিতে দ্বিতীয় বিভাগে পাস করে ১২০০ নম্বর পাওয়ার পথটা কি? এবং এ প্রশ্নের সাথে সাথে আমি আবেদন জানাব ভর্তির দরখাস্ত গ্রহণের মেয়াদ বাড়ান হোক। কারণ ভর্তির নিয়মাবলীতে অনেক উল্টোপাল্টা কথা লেখা হয়েছে। অনেক অস্পষ্টতা রয়েছে। এ অস্পষ্টতার জন্য অনেক ছাত্রছাত্রীই সময়মত দরখাস্ত দিতে পারে না। আমার আবেদন, তাদের প্রশ্ন বিবেচিত হউক।

—অনিকেত